যায়যায়দিন

তারিখ ... 12 AUG 2009 ...
পৃষ্ঠা ... ১৩ ... কলাম ... ৫ ...

শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তরে ঘুষ দুর্নীতি সহ্য করা হবে না : শিক্ষামন্ত্রী

যায়াদি রিপোর্ট

বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সরকারি অনুদানভুক্তি (এমপিওভুক্ত), পাঠদানের অনুমতি, একাডেমিক স্বীকৃতি, পেনশন, নিয়োগ-বদলির রমরমা তদবির বাণিজ্যের আখড়া শিক্ষা মন্ত্রণালয়। দালাল ও তদবিরবাজরা শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও অধীনস্থ কার্যালয় থেকে কাজ করিয়ে দেয়ার কথা বলে বাগিয়ে নিচ্ছে লাখ লাখ টাকা। এ পরিস্থিতিতে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও শিক্ষা অধিদপ্তরে কোনো ঘুষ বা দুর্নীতি সহ্য করা হবে না বলে হুশিয়ারি উচ্চারণ করেছেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ।

মঙ্গলবার শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে শিক্ষামন্ত্রী এ হুশিয়ারি উচ্চারণ করেন। তিনি বলেন, শিক্ষা সংশ্লিষ্ট যে কোনো প্রতিষ্ঠান বা এমপিওভুক্তি নিয়ে কোনো প্রতিষ্ঠানে দুর্নীতি বা ঘুষ লেনদেনের অভিযোগ পাওয়া গেলে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেয়া হবে। এমপিওসহ কোনো কাজে শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং অধীনস্থ কোনো দপ্তরের কাউকে একটি টাকাও ঘুষ না দেয়ার আহ্বান জানান তিনি। তিনি বলেন, অধীনস্থ সব অধিদপ্তর, সংস্থা, প্রকল্প এবং বিশ্ববিদ্যালয়সহ সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিয়মের বাইরে কোনো কাজ চলবে না। যথাযথ নিয়ম-নীতি, আইন ও বিধিমালা অনুসরণ করেই অফিসের কাজ সম্পাদিত হবে।

> ▶ ই-মেইল ও ফ্যাক্সে অভিযোগ জানানোর আহ্বান
> ▶ ৩ হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে এমপিওভুক্তির চাপ

এরপরও কোনো কর্মকর্তা-কর্মচারী বা দালাল ঘুষ দাবি করলে ভুক্তভোগী উপযুক্ত প্রমাণসহ বিষয়টি সরাসরি শিক্ষামন্ত্রীকে টেলিফোন নাম্বার-৭১৬১৩৯৫, ফ্যাক্স নাম্বার-৭১৬৩৩২২ এবং ই-মেইল : minister@moedu.gov.bd-এ অবহিত করানোর আহ্বান জানান। ঘটনার সত্যতা প্রমাণিত হলে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে তিনি নিশ্চয়তা প্রদান করেছেন। শিক্ষামন্ত্রী জানান, এমপিওভুক্তির জন্য বাজেটে যে অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে তা আবেদন করা সংখ্যার তুলনায় অনেক কম। সংবাদ সম্মেলনে শিক্ষা সচিব আতাউর রহমান, যুগ্ম সচিব, অতিরিক্ত সচিবসহ উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে, ২০০৪ সালের শেষের দিক থেকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এমপিওভুক্তি কার্যক্রম বন্ধ আছে। সূত্র জানায়, মূলত এমপিওভুক্তি কার্যক্রমে অনিয়ম ও দুর্নীতির কারণে সরকার তখন তা বন্ধ করেছিল। এদিকে নতুন সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর সংসদ সদস্যরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্তির জন্য দারুণ চাপ সৃষ্টি করেন মন্ত্রণালয়ে। মূলত নিজ নিজ নির্বাচনী এলাকায় এমপিরা চাপের মুখে পড়েই মন্ত্রণালয়ে এ চাপ সৃষ্টি করেন।

জানা গেছে, ২০০৪ সালের সর্বশেষ এমপিওভুক্ত স্কুলের সংখ্যা ছিল ১৫ হাজার ৪৯০টি, কলেজ ২ হাজার ৩৯৭টি, মাদ্রাসা ছিল ৭ হাজার ৩৪২টি, কারিগরি প্রতিষ্ঠান ৬৬৩টি এবং অন্যান্য ৪০৬টি। ওই বছর সর্বাধিক ১ হাজার ৮০২টি প্রতিষ্ঠানকে নতুন করে এমপিভুক্ত করা হয়। এরপর থেকে বাজেটে এ খাতে বরাদ্দ বন্ধ করে দেয়া হয়।